বাংলাদেশের সুবর্ণজয়ন্তী Bangladesh 50

মুজিব শতবর্ষ MUJIB 100

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর
মিরপুর, ঢাকা
www.dpe.gov.bd

কোভিড-১৯ সংক্রান্ত জাতীয় কারিগরি পরামর্শক কমিটির সুপারিশ অনুযায়ি প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর কর্তৃক ০৯ সেপ্টেম্বর ২০২১ তারিখের ৩৮.০১.০০০০.৪০০.০৮.০০৫.২১.৭০ নম্বর স্মারকমূলে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় পাঠদান কার্যক্রম পুনঃ চালুকরণ ব্যবস্থাপনা নির্দেশনা প্রেরণ করা হয়। ইতোমধ্যে প্রেরিত ব্যবস্থাপনা নির্দেশনা অনুসারে সার্বিক কার্যক্রম চলমান থাকবে। এ কার্যক্রমের ধারাবাহিকতায় বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থী উপস্থিতি ও শিখন ঘাটতি পূরণ সম্পর্কিত শিক্ষকদের জন্য পালনীয় নির্দেশাবলি:

১. প্রত্যেকটি বিদ্যালয়ে অনুপস্থিত শিক্ষার্থীদের বিস্তারিত তথ্য (নাম, শ্রেণি, রোল, ঠিকানা, মোবাইল নম্বর, কী কারণে অনুপস্থিত, গৃহীত পদক্ষেপসহ অন্যান্য বিষয়) সম্বলিত একটি রেজিস্টারে সংরক্ষণ করতে হবে।

২. শিক্ষকগণ অনুপস্থিত শিক্ষার্থীদের অভিভাবকদের সাথে মোবাইল ফোনে যোগাযোগ স্থাপন করে উপস্থিতি নিশ্চিত করবেন। প্রয়োজনে শিক্ষার্থীদের উপস্থিতি নিশ্চিতকরণে হোম ভিজিট বা অন্য কোনো মাধ্যমে যোগাযোগ করতে হবে।

৩. প্রত্যেকটি বিদ্যালয়কে শিক্ষার্থীদের দৈনিক উপস্থিতির (শ্রেণিভিত্তিক) হার নিয়মিতভাবে সংরক্ষণ করতে হবে। শিক্ষার্থী উপস্থিতির ঘাটতি বিষয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

৪. কোভিড-১৯ প্রভাবজনিত শিখন ঘাটতি পূরণে শ্রেণিভিত্তিক শিক্ষার্থীদের পারঙ্গমতা যাচাই করে (যোগ্যতা অনুযায়ি অক্ষর চেনা, যুক্তাক্ষর, উচ্চারণ, শুদ্ধ ও সাবলীলভাবে বাংলা/ ইংরেজি পাঠ্যবই পড়তে পারা, শুদ্ধভাবে বাংলা বাক্য লিখতে পারা, সংখ্যার জ্ঞান, নামতা, গাণিতিক দক্ষতা প্রভৃতি) বিভিন্ন দলে ভাগ করে (যেখানে সম্ভব) শ্রেণি শিক্ষক ও বিষয় শিক্ষকগণকে শিখন ঘাটতি পূরণে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড নির্দেশিত পাঠ পরিকল্পনা বাস্তবায়ন ও ফলাবর্তন প্রদান করতে হবে।

৫. অনলাইন ক্লাস চলমান থাকবে এবং সংসদ বাংলাদেশ টেলিভিশন ও বেতারে সম্প্রচারিত 'ঘরে বসে শিখি'-র পাঠদান কার্যক্রমে (রুটিন অনুযায়ি) শিক্ষার্থীরা অংশগ্রহণ করবে ।

৬. বিদ্যালয়ের বিষয় শিক্ষক ও শ্রেণি শিক্ষকগণ শ্রেণিভিত্তিক প্রতিটি শিশুর শিখন যোগ্যতার প্রোফাইল (শিখন ঘাটতি পরিস্থিতি) প্রণয়ন করে এ সম্পর্কিত অগ্রগতি রেকর্ড সংরক্ষণ করবেন।

৭. শিক্ষার্থীর ধারাবাহিক মূল্যায়নে শ্রেণির কাজ, বাড়ির কাজ (ওয়ার্ক সিট) যাচাইকরণে একই শ্রেণির শিক্ষার্থীর ঘাটতি নিরূপণে শিক্ষকগণকে সমন্বিত উদ্যোগ গ্রহণ এবং শিখন ঘাটতিতে ফলাবর্তন প্রদান করতে হবে।

৮. প্রধান শিক্ষক, শ্রেণি শিক্ষক, বিষয় শিক্ষক এবং কর্মচারীগণকে শিক্ষার্থীদের মনো-সামাজিক স্বাস্থ্যের প্রতি গুরুত্বারোপ করে সহনশীল ও মানবিক আচরণ করতে হবে।

৯. প্রতিটি বিদ্যালয়ে প্রতিদিন ০২টি শ্রেণির পাঠদান কার্যক্রম চলমান রয়েছে। রুটিন অনুযায়ি যেসকল শিক্ষকের শ্রেণি পাঠদান কার্যক্রম থাকবে না তাঁরা বিদ্যালয়ে বসে অবশিষ্ট ০৩টি শ্রেণির জন্য গুগলমিটে অনলাইন পাঠদান (যেখানে সম্ভব) কার্যক্রম পরিচালনা করবেন।

১০. মাঠ পর্যায়ের প্রত্যেক মেন্টরকে পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ থেকে প্রেরিত মেন্টরিং গাইডলাইন (মেন্টরদের দায়িত্ব ও কর্তব্য সংক্রান্ত) ও মেন্টরিং টুলস অনুসরণ করে নিজ দায়িত্ব পালনে সচেতন হতে হবে।

১১. সকল ক্ষেত্রে সরকার নির্দেশিত স্বাস্থ্য সুরক্ষা ও স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলতে হবে।

২৩/৩/২২

আলমগীর মুহম্মদ মনসুরুল আলম
মহাপরিচালক (গ্রেড-১)